জুম্ম সংবাদ বুলেটিন

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির অনিয়মিত সংবাদ বুলেটিন

বুলেটিন নং—২, শনিবার, ২৩শে মার্চ, ১৯৯১ ইং

শরণার্থীদের ব্যয়ভার বহন করতে UNHCR এর সম্মতি

নয়াদিল্লী ৩ মার্চ: "ভারত সরকার অনুমতি দিলে পার্বত্য চট্টগ্রাম শরণার্থীদের ব্যয়ভার বহন করার ক্ষেত্রে UNHCR এর কোন অসুবিধা থাকতে পারে না।"—পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণার্থী প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনার সময় এই মন্তব্যটি করেছেন জাতি সংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশন (United Nations High Commission for Refugees) এর ভারতে নিযুক্ত মিশন প্রধান মিঃ এফ করিম। শরণার্থীদের বিষয়ে আলোচনা এবং স্মারক লিপি প্রদানের জন্য শ্রী ঊষাতন তালুকদার (প্রাক্তন এম পি এবং জুম্ম শরণার্থী কল্যান সমিতির সভাপতি) নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল নয়াদিল্লীর UNHCR কার্যালয়ে যায় এবং আন্তরিকতা পূর্ণ পরিবেশে মিশন প্রধানের সঙ্গে কথাবার্তা হয়। তিনি শরণার্থীদের বিভিন্ন বিষয় খোঁজখবরও নেন। শরণার্থী নেতৃবৃন্দ তাঁকে সরেজমিনে শরণার্থীদের অবস্থা ব্যবস্থা দেখে যাওয়ার জন্য শিবিরে আমন্ত্রণ জানালে তিনি মন্তব্য করেন যে ভারত সরকার অনুমতি দিলে তিনি শিবির পরিদর্শন করবেন। শরণার্থী প্রতিনিধি দলে শ্রী রনজিত নারায়ন ত্রিপুরা (ভাইস প্রেসিডেন্ট, জুম্ম শরণার্থী কল্যান সমিতি) এবং শ্রীমৎ জ্ঞান ধ্বজা ভিক্ষু (প্রেসিডেন্ট, পার্বত্য চট্টগ্রাম শরণার্থী ভিক্ষু কল্যান সমিতি) ছিলেন।

শান্তি বাহিনীর ডি ডি পি ক্যাম্প দখল

বরকল উপজেলা, ১৬ মার্চ - ভোর রাত ৩ টায় ভুষণ ছড়া নামক গ্রামের এক ভিডিপি (গ্রাম প্রতিরক্ষা দল) ক্যাম্পে আক্রমণ চালিয়ে শান্তিবাহিনী কর্তৃক ক্যাম্পটি দখল করা হয়। ক্যাম্পটি দখল করার জন্য নিকটবর্ত্তী কয়েকটি সেনা বাহিনীর পোস্টে অবস্থানরত সেনাদের সঙ্গেও লড়াই করতে হয়। এরা ১৬ বেঙ্গলের সেনা সদস্য। ভি ডি পি ক্যাম্পের ১,০০০ মিটারের মধ্যে ১৬ বেঙ্গলের ভুষণ ছড়া আর্মি ক্যাম্পটি অবস্থিত। প্রায় ভি ডি পি ক্যাম্পে ৫/৭ জন সেনা সদস্যের নেতৃত্বে এক প্লাটুন জন শক্তি থাকে। এইরূপ ক্যাম্পগুলি শান্তি বাহিনীর সম্ভাব্য আযলা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বেআইনী বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের জানমাল রক্ষা ছাড়াও স্থানীয় জুম্মদের জমিজমা বাগান বাগিচা ইত্যাদি দখলের কাজে বেআইনী অনুপ্রবেশকারীদের সাহায্য দিয়ে থাকে। উল্লেখিত আক্রমণে শান্তি বাহিনীর দুই প্লাটুন সদস্য অংশ গ্রহণ করেছে। এই ঘটনায় সেনাবাহিনীর ৩জন নিহত ও ২ জন আহত হয় এবং ভিডিপি বাহিনীর ৫ জন নিহত ও ৭ জন আহত হয়; ১০ জন ভি ডি পি ও ২ জন আর্মির সদস্য প্রাণভয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ১২ খানা বিভিন্ন ধরণের হাতিয়ার সহ প্রচুর গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে। বেআইনী অনুপ্রবেশকারী এই হামলায় ২০/২৫ জন হতাহত হয়েছে

দশম পাতায়

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের কাজ এগিয়ে চলেছে

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতিকে ধ্বংস করার জন্য বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী ও বেআইনী বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা যে মারাত্মক মানবাধিকার বিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে তার অভিযোগ তদন্ত করার উদ্দেশ্যে বিশ্বের কয়েকটি মানবতাবাদী সংস্থা কর্তৃক ১৫ অক্টোবর ১৯৮৯ সনে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন নামে আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশনটি গত ডিসেম্বর, ১৯৯০ সনে পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করেছে। এই তদন্তের রিপোর্ট চূড়ান্ত করার উদ্দেশ্যে এই মাসের কোন এক সুবিধাজনক সময়ে ইউরোপে কমিশন সদস্যদের মিলিত হওয়ার কথা আছে। জুম্ম জাতির পক্ষে আন্তর্জাতিক প্রচারাভিযান চালাবার জন্যে কমিশন এই বৈঠকের পর পরই ত্রুক সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট প্রকাশ করবে। পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রকাশ করবে জুলাই মাসের মাঝামাঝি। জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে জাতি সংঘের সংশ্লিষ্ট এক সংস্থায় আনুষ্ঠানিকভাবে এই পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশ

দশম পাতায়

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর সেমিনার ঃ ডঃ দেওয়ান ও ডঃ গ্রে'র ভাষণ

লণ্ডন, ১৫ ফেব্রুয়ারী : সারা বিশ্বের অত্যন্ত সম্মানজনক বিদ্যাপীঠ লণ্ডনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কুইন এলিজাবেথ ভবনে গত ১৩ ফেব্রুয়ারী "পার্বত্য চট্টগ্রামে মান " শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সেমিনারে উদ্যোক্তা হচ্ছে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রিফ্যুজি ষ্টাডিস প্রোগ্রাম'। সেই সেমিনারে পৃথিবীর অনেক প্রখ্যাত মানবতাবাদী সংস্থার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তা ছাড়াও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক ও ছাত্র উপস্থিত থাকেন। বিভিন্ন বিষয়ে প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব এই সেমিনারে বক্তব্য রাখেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির বৈদেশিক মুখপাত্র ডঃ আর এস. দেওয়ান এই সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি এই সেমিনারে তাঁর পাঁচ পৃষ্ঠার এক লিখিত কাগজ পাঠ ও বিলি করেন। এতে বাংলাদেশ সরকারের জুম্ম জাতি ধ্বংসের হীন কার্যক্রম ও মারাত্মক মানবাধিকার লঙ্ঘনের কথা তুলে ধরেন এবং জুম্ম জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকারের উপর আন্তর্জাতিক চাপ. দাতা দেশগুলি কর্তৃক অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ, জুম্ম জাতির একমাত্র রক্ষাকবচ জন সংহতি সমিতির পাঁচ দফা দাবীর যথাযথ বাস্তবায়ন ইত্যাদি আবেদন করেন। সেমিনারের এক পর্যায়ে আলোচনা বৈঠক বসে। এই আলোচনায় উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি ও মানবাধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়ার জন্য বক্তাদের কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন রাখেন। এতে ডঃ দেওয়ান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। উল্লেখ্য যে, ডঃ আর এস দেওয়ান যুক্তরাজ্যে তাঁর চাকুরী ত্যাগ করে বিগত ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর ধরে নিরলসভাবে জুম্ম জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বৈদেশিক জনমত সংগঠন করে আসছেন।

এই সেমিনারে ডঃ এণ্ড্রু গ্রে অত্যন্ত মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতির উপর বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ও বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা মারাত্মক মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগের তদন্ত করতে ডিসেম্বরে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন নামে যে আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশনটি আসে ডঃ এণ্ড্রু গ্রে সেটির অন্যতম প্রতিনিধি হয়ে এসেছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরের অভিজ্ঞতা ও সুনির্দিষ্ট প্রমাণসহ তিনি তাঁর জোরালো বক্তব্য রাখেন। তাঁর বক্তব্যে এই বিষয়গুলো স্থান পায় ১। জুম্ম শরণার্থী ২। লংগদু গণহত্যা, ৩। ভূমি বেদখল, ৪। ধর্মীয় পরিহানী; ৫। অনেক জুম্ম নারী পুরুষের পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের সামনে সাক্ষ্য প্রদান, ৬। পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্বাভাবিক রকমের সামরিকীকরণ ও জুম্মদের চলাচল নিয়ন্ত্রণ, ৭। সরকার কর্তৃক সৃষ্ট নূতন গ্রামগুলোতে সম্মানহানীকর জীবনযাপনে বাধ্যকরণ এবং ৮। বন ধ্বংসকরণ। তিনি তাঁর বক্তব্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ও

নবম পাতায়

জুম্ম গ্রামে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও সেনাবাহিনীর অমানবিক কার্যকলাপ

লংগদু, ১৪ জানুয়ারী ১৯৯৯ দন থেকে বাংলাদেশ সরকার তার সশস্ত্র বাহিনী দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে শত শত জুম্ম গ্রাম ধ্বংস করেছে। এ কাজে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অগ্নিসংযোগ করা হয়। কিছুকিছু ক্ষেত্রে বাড়ী ঘর ভেঙ্গে দেওয়া হয়। তার তথাকথিত উন্নয়নের জন্য বিচ্ছিন্ন গ্রাম গুলিকে একত্রিত করে 'উপজাতীয়দের স্থায়ীত্ব ও অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করা' সরকারী ভাষ্য হলেও জুম্ম জাতিকে ধ্বংস সাধন করাই সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাই সরকার কর্তৃক তৈরী করা বিভিন্ন নামের গ্রাম গুলোতে নিরীহ গ্রামবাসীরা তাদের নিজ নিজ গ্রামগুলো থেকে স্থানান্তরিত হতে না চাইলে সশস্ত্র বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে। চলে অত্যাচার, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ আর ধ্বংস সাধন। এ প্রকারের একটা ঘটনা ঘটেছে আজ লংগদু উপজেলাধীন গধাবান্যা মোনচাপ পাড়া নামক এক জুমিয়া অস্থায়ী গ্রামে। সেই গ্রামের অধিবাসীরা সরকারী বাহিনী ও বেআইনী বাঙ্গালী মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা ইতিপূর্বে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে বাঁচার জন্য নিজ বসতবাড়ী ত্যাগ করে। তাদের অনেকের জায়গা জমি বেআইনী অনুপ্রবেশকারীরা দখল করে নেয়। এবার সেই গ্রামবাসীদেরকে একটা গুচ্ছ গ্রামে স্থানান্তরিত করার জন্য আর্মিরা চাপ দিতে থাকে। গ্রামবাসীরা স্থানান্তরিত হতে সম্মত না হলে করল্যা-ছড়ি আর্মি ক্যাম্পের মেজর আমিনের নেতৃত্বে ৭০/৭৫ জনের একটি সেনাদল সে গ্রামে যায়। মেজর আমিন নিরীহ গরীব গ্রামবাসীদের ১৮ খানা বাড়ী ও জিনিষ পত্রাদি সম্পূর্ণ ধ্বংস এবং লুট-

নবম পাতায়

জার্মানীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত প্রদর্শনী

হামবুর্গ, ৫ মার্চ- হামবুর্গ শহরে চার মাস ব্যাপী পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়ে গেল আজ। জার্মানীর বিখ্যাত যাদুঘর (HAMBURGIS CHES MUSEUM FU VOLKER-KUNDE) এটির আয়োজন। পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সরকারের মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং এর ফলে জুম্ম জাতির যে চরম দুর্দশা সৃষ্টি হয়েছে সে বিষয়ে জার্মানবাসীদের সচেতন করা ও জুম্ম জাতির পক্ষে সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে এই আকর্ষনীয় প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। জুম্মদের পোষাক, হস্তশিল্পজাত বিভিন্ন সামগ্রী দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী, বাদ্যযন্ত্র, ছবি, পোস্টার, ইত্যাদি এমন ভাবে সাজানো হয়েছে যাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে ধারণা নেই এমন দর্শক বৃন্দ সহজেই জুম্মদের সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ইতিহাস, সরকারের অত্যাচার নির্যাতন ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারেন। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ও পার্বত্য চট্টগ্রামে বেআইনী বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা সংঘটিত অগ্নিকার্যে ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকটি দ্রব্যাদিও প্রদর্শিত হচ্ছে। জানা গেছে, এই প্রদর্শনীতে বিপুল জনসমাগম হচ্ছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি সম্পর্কে দর্শকবৃন্দ সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি সম্পর্কিত বহু পুস্তক-পুস্তিকাও এতে প্রদর্শিত হচ্ছে। এই প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে একটি বইও প্রকাশ করা হয়েছে। এই বইটির ভূমিকা লিখেছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির প্রেসিডেন্ট শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা। এই প্রদর্শনীর জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতিও প্রায় ১০০ আইটেম প্রদর্শনী সামগ্রী উপহার হিসাবে পাঠিয়েছে। জানা গেছে এই প্রদর্শনী সমাপ্তির পর হামবুর্গ যাদুঘরে এই সব প্রদর্শন সামগ্রী সংরক্ষণ করা হবে।

এই প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের ভাইস-প্রেসিডেন্ট মিঃ উইলফ্রেড টেলকাম্পার এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রামে মারাত্মক মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিস্থিতির উপর তাঁর দীর্ঘ ও গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান করেন। তাঁর ভাষণে তিনি বলেন যে বাংলাদেশে পাশ্চাত্য সাহায্যে অর্থ হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের হত্যা করা। উল্লেখ্য যে টেলকাম্পার পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের কো-চেয়ারম্যান। তিনি গত ডিসেম্বরে বাংলাদেশ সরকারের জুম্মদের উপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্ত করতে পার্বত্য চট্টগ্রামে যান। হামবুর্গ যাদুঘরের ডিরেক্টর Prof Dr Jurgen Zwernemann এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দান কালে এই প্রদর্শনীর প্রদর্শন সামগ্রী পাঠানোর জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। ডঃ মেই তাঁর ভাষণে এই প্রদর্শনী ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতির উপর গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। আন্তর্জাতিক প্রচারাভিযানের অন্যতম মুখপাত্র ও সক্রিয় সংগঠক শ্রী জে, চাকমাও এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এক আবেদনমূলক ভাষণ দান করেছেন। ধারণা করা হচ্ছে, এই প্রদর্শনীর ফলে জুম্ম জাতির আন্দোলনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির বৈদেশিক প্রচার ও সমর্থন জার্মানীতে অনেকগুণ বৃদ্ধি পাবে।

জোর পূর্বক জুম্ম নারী বিবাহ

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বড় গ্রাম, শান্তি গ্রাম, গুচ্ছ গ্রাম গড়ে তোলার দুরভিসন্ধি আজ দিন দিন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এসব গুচ্ছ গ্রামে অবরুদ্ধ নরস্ত জুম্মরা আজ অনুপ্রবেশকারী মুসলমান বাংগালীদের হাতে নিজেদের মা বোনদের তুলে দিতে বাধ্য হচ্ছে। বস্তুত বাংলাদেশী মুসলমানদের বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে জুম্মদেরকে মুসলমানদের সাথে একই গ্রামে অথবা পাশাপাশি গ্রামে বসবাস করতে বাধ্য করা হয়েছে। এ সুযোগে মুসলমান বাংগালীরা জুম্ম মেয়েদের সাথে অবাধে মেলামেশার সুযোগে তাদেরকে বিভিন্ন ভাবে ফুসলিয়ে ও প্রতারণা মূলক ফাঁদে ফেলে বিয়ে করতে শুরু করেছে।

সম্প্রতি মুসলমান বাংগালীরা প্রতারণার ফাঁদে ফেলে তিন জন মারমা (মগ) তরুণীকে জোর পূর্বক বিয়ে করেছে। অসহায় পিতামাতারা জীবন নাশের হুমকির মুখে নিজের মেয়েকে বিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসন এ ব্যাপারে পরোক্ষ ভাবে অনুপ্রবেশকারী-

অষ্টম পাতায়

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বেদখলের এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত

খাগড়াছড়ি জেলাধীন দীঘিনালা উপজেলাস্থ ৩১ নং বোয়ালখালী মৌজার নিবাসী শ্রী রণজিৎ নারায়ণ ত্রিপুরা, দীঘিনালা উচ্চ বিদ্যালয়ের এক জন শিক্ষক। তিনি এলাকার ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ও সম্মানিত ব্যক্তি এবং এ সূত্রে তিনি স্থানীয় সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের নিকট সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব।

এই রণজিৎ নারায়ণ ত্রিপুরার নামে নিজ মৌজায় ৪৯০ নং হোল্ডিং এ ৪ একর গ্রোভল্যান্ড ও ১ একর চাসিলা জমি বন্দোবস্তি আছে। গ্রোভল্যান্ডে তিনি আম, কাঁঠাল, কলা প্রভৃতি ফলের বাগান করেছেন। এ যাবৎ তিনি এ সব জমি ভোগ দখল ও নিয়মিত খাজনা প্রদান করে আসছেন। কিন্তু বিগত ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে দুজন অনুপ্রবেশকারী- (১) আব্দুল হক পীং আশরাফ আলী (২) বেলাল হোসেন পীং আব্দুল হক উক্ত গ্রোভল্যান্ডের ফলের গাছ কেটে বসত বাড়ী তৈরী করে বসতি স্থাপন করেছে। মিঃ ত্রিপুরা তাদেরকে বাধা দিতে গেলে তিনি নিকটস্থ জামতলী ক্যাম্পের আনসার ও আর্মিদের দ্বারা বিতাড়িত হন। অতপর মিঃ ত্রিপুরা ১১/১২/৮৪ তারিখে দীঘিনালা ক্যান্টনমেন্টের সি ও কর্ণেল আব্দুল রব এর নিকট জবর দখলের বিচার চেয়ে দরখাস্ত পেশ করেন। ক্যান্টনমেন্টের সি ও সাহেব এ বিচারের ভার দেন ১ নং মেম্বর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ফজল আহম্মেদ এর উপর। অথচ বাদী, বিবাদী ও সংশ্লিষ্ট জমি ২নং বোয়ালখালী ইউনিয়নের অন্তর্গত ছিল। তা সত্তেও চেয়ারম্যান আহম্মেদ ১৫/১২/৮৪ ইং বিচারের দিন ধার্য করে বিবাদীগণকে নোটিশ দেন। কিন্তু বিবাদীগণ বিচারের দিনে অনুপস্থিত থাকে। এরপর ২১/১২/৮৪ তারিখে আবার বিচারের দিন ধার্য হলে বিবাদীগণ ঐ দিনও অনুপস্থিত থাকে।

চেয়ারম্যান ফজলের নিকট কোন বিচার না পেয়ে মিঃ রণজিৎ ত্রিপুরা আবার ক্যান্টনমেন্টের সি ও এর শরণাপন্ন হন। সি ও সাহেব তাকে প্রথম দরখাস্ত হারিয়ে গেছে বলে জানান এবং দ্বিতীয় দরখাস্ত দেয়ার পরামর্শ দেন। তিনি ২২/১২/৮৪ তারিখে দ্বিতীয় দরখাস্ত পেশ করেন। সি ও সাহেব এবারে বিবাদী আব্দুল হককে ডেকে তার সামনে লোক দেখানো ভাবে খুবই গালিগালাজ করেন এবং এক সপ্তাহের মধ্যে জমির দখল ছেড়ে দিতে মৌখিক আদেশ দেন। কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার যে, পর দিন বিবাদীরা ঐ জমিতে আরো নূতন বাড়ী তৈরী করে কয়েকটি আনসার পরিবারকে বসিয়ে দেয়।

এর পর মিঃ রণজিৎ ত্রিপুরা ২১/২/৮৫ ইং তারিখ দীঘিনালা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট একই বিষয়ে বিচার চেয়ে দরখাস্ত পেশ করেন। কিন্তু নির্বাহী কর্মকর্তা বিচারের কোন ব্যবস্থা করেননি। এক সময় নির্বাহী কর্মকর্তা দরখাস্তটি হারিয়ে গেছে জানালে তিনি তার নিকট ১১/৪/৮৫ ইং তারিখে দ্বিতীয় দরখাস্ত পেশ করেন। কিন্তু সেই দরখাস্ত ও কপুরের মত নির্বাহী কর্মকর্তার ফাইল থেকে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। পরিশেষে মিঃ ত্রিপুরা আবার ক্যান্টনমেন্টের সি ও এর নিকট তৃতীয় বারের মত বিচারের দরখাস্ত দাখিল করেন। কিন্তু সেবারেও তিনি কোন বিচার পাননি।

বিবাদীগণ উক্ত জমি দখল করে ক্ষান্ত হয়নি, তারা সেই বাগানের পাশে মিঃ রণজিৎ ত্রিপুরার স্ত্রী বীর বালা চাকমার নামে ৩৩৫ নং খতিয়ানের ধান্য জমিতে একটি পুকুর খনন করে। মিঃ ত্রিপুরা পুকুর খননে বাধা দিতে গেলে আগের মত আনসার আর্মিদের দ্বারা বিতাড়িত হন। এর পর মিসেস বীর বালা চাকমা উপজেলা মেজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত পেশ করলে মেজিষ্ট্রেট সেই দরখাস্ত গ্রহণ করেননি। তারপর মিঃ ত্রিপুরা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট তৃতীয় বারের মত আবেদন করেন। নির্বাহী-কর্মকর্তা দীঘিনালা থানার ও সি কে তদন্তের অনুরোধ

সপ্তম পাতায়

আন্তর্জাতিক রেডক্রস কর্মকর্তার শিবির সফরে আগ্রহ প্রকাশ

নয়াদিল্লী, ৪ মার্চ : ত্রিপুরায় অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম শরণার্থীদের পক্ষে সর্বশ্রী উপেন্দ্র লাল চাকমা, রূপায়ন দেওয়ান ত্রিপুরা ও শ্রীমৎ জ্ঞান রক্ষিত ভিক্ষু নয়াদিল্লীর গণতান্ত্রিক মঞ্চে ইন্টার ন্যাশনাল কমিটি অব দি রেডক্রস কার্যালয়ের ডেপুটি ডিরেক্টর ডেলিগেট মিঃ মেইনরাড ষ্টাডার (MEINRAD STUDER) এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শরণার্থী নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ও বেআইনী বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের জুম্মদের উপর অত্যাচার, নির্যাতন, অমানবিক হত্যা, ধর্ষণ, ভূমি বেদখল, অগ্নিসংযোগ, জোরপূর্বক বিবাহ, ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিতকরণ, চলাচলে বাধা নিষেধ ইত্যাদি জঘন্য কার্যকলাপের কথা তুলে ধরেন।

শরণার্থী নেতৃবৃন্দ মিঃ মেইনরাড ষ্টাডারকে ত্রিপুরার জুম্ম শরণার্থী শিবির সফরের আমন্ত্রণ জানান যাতে তিনি শরণার্থীদের মুখ থেকেই তাদের উপর চালানো অত্যাচার নির্যাতনের কথা, তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা জানতে পারেন। এই আমন্ত্রণের প্রেক্ষিতে তিনি ভারত সরকার অনুমতি দিলে শিবির সফর করতে তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

জাতি সংঘ এর শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশন

(United Nations High Commission for Refugees)

এই সংস্থাটির প্রধান কার্যালয় জেনেভায় অবস্থিত। প্রধান কার্যালয় সহ ৮০ টি দেশের কর্মরত কর্মীর সংখ্যা ২,০০০ জন। ৩ বৎসর কার্যকাল নিয়ে এই সংস্থাটি জাতি সংঘের সাধারণ পরিষদে প্রথম গঠিত হয় ১৯৫১ সনের ১লা জানুয়ারী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে ইউরোপের যে লক্ষ লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তু ও শরণার্থী হয় তাদের সাহায্য করার জন্যই এই সংস্থাটি প্রথম গঠিত হয়। ১৯৫৪ থেকে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর এটিকে নবায়ন করে অসহায় উদ্বাস্তু ও শরণার্থীদের সেবায় নিয়োজিত রাখা হয়েছে। বর্তমানে এই সংস্থাটি ১ কোটি ৪০ লক্ষ শরণার্থীকে দেখাশুনা করছে। অসামান্য অবদানের জন্য এই সংস্থাটিকে ১৯৫৫ ও ১৯৮১ সনে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেয়া হয়। এটি একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ও মানবিক সংস্থা। বিভিন্ন দেশের স্বেচ্ছামূলক আর্থিক সাহায্যই এই সংস্থার আয়ের প্রধান উৎস। এটির দুটি মুখ্য দায়িত্ব রয়েছে। যেমন শরণার্থীদের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ ও স্থায়ী সমাধান বের করা।

কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ :

কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে UNHCR

ষষ্ঠ পাতায়

অক্সফাম (OXFAM) প্রতিনিধির শিবির সফর

তাকুমবাড়ী শরণার্থী শিবির ২১ মার্চ : যুক্ত রাজ্য ভিত্তিক বেসরকারী সংস্থা (Non Governmental Organisation) অক্সফাম এর কলিকাতা শাখার প্রজেক্ট অফিসার শ্রীমতি মৃণালিনী গোস্বামী গতকাল তাকুমবাড়ী শরণার্থী শিবিরে আগমন করেন। তিনি শিবিরের ক্যাম্প অফিসারের কার্যালয়ে তাকুমবাড়ী শিবির পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির ভাইস- প্রেসিডেন্ট শ্রী সুরেশ কান্তি চাকমার সাথে শরণার্থীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। ভলান্টারী হেলথ এ্যাসোসিয়েশন অব ত্রিপুরা'র (VHAT) তাকুমবাড়ীস্থ অফিস ইনচার্জ শ্রী নবজীবন চাকমার সঙ্গেও বিভিন্ন বিষয়ে শ্রীমতি গোস্বামী কথা বলেছেন।

অক্সফাম সদস্যা শরণার্থীদের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করেন। তিনি এসব সমস্যা বিষয়ে রাজ্য সরকারের সাথে আলোচনা ও তার সংস্থার মাধ্যমে সব রকম সাহায্য প্রদানের আশ্বাস দেন। শিবির ত্যাগের প্রাক্কালে তিনি শিবিরস্থ ত্রিপুরা ভলান্টারী হেলথ এ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় শ্রী চিগোন চোগা চাকমা নামের এক মারাত্মক রোগীকে

ষষ্ঠ পাতায়

শরণার্থীদের সমস্যাবলী সমাধানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সকাশে স্মারকলিপি প্রদান ঃ সমাধানের আশ্বাস

নয়াদিল্লী, ৪ মার্চ : ত্রিপুরায় অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম শরণার্থীদের একটি প্রতিনিধি দল সকাল ৯ ঘটিকায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিমন্ত্রী শ্রী সুবোধ কান্ত সহায়-এর সঙ্গে তাঁর সরকারী বাসভবনে সাক্ষাৎ করে। শরণার্থী প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ছিলেন ভারত সরকারের সংখ্যালঘু কমিশন সদস্য শ্রীমৎ ধর্ম বীরিয় মহাথেরো। পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সকাশে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয় এবং স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা বিষয়াবলীর ভিত্তিতে আলোচনা হয়। সেসব হচ্ছে ১৯৯০ সালের প্রথম দিকে যে পাঁচ শতাধিক জুম্ম শরণার্থী ত্রিপুরায় শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েও এখনও রেশন পাচ্ছে না তাদেরকে শরণার্থী হিসেবে গ্রহণ করে নিয়মিত রেশন প্রদান, ভল্ল নোটিশে গণনা করে যে দুই শতাধিক শরণার্থীর নাম কেটে দেয়া হয়েছে তাদেরকে পুনঃ নামভুক্তকরণ, শরণার্থী ছেলেমেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কীত বিভিন্ন সমস্যা। মন্ত্রী মহোদয় এই বিষয়ে বিবেচনা করতে শ্রীমৎ ধর্ম বীরিয় মহাথেরো এবং শরণার্থী নেতৃবৃন্দকে আশ্বাস দেন।

শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশন

৫ম পাতার পর

কে অবশ্যই শরণার্থীদের জীবন, নিরাপত্তা ও অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান বিষয়ে সতর্ক এবং সচেষ্ট থাকতে হয়। তার অর্থ হচ্ছে শরণার্থীরা নিজ দেশে ফিরে গেলে যদি অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হওয়ার হুমকি থাকে সেক্ষেত্রে তাদেরকে ফিরে যেতে বাধ্য দেওয়া এবং আশ্রয় প্রাপ্ত দেশে বাসস্থান, শিক্ষা, চাকুরী ও চলাচলের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অধিকারের উন্নতি বিধান করা।

স্থায়ী সমাধান :

নিম্নে উল্লেখিত তিনটি সমাধানের যে কোন একটি বেছে নিয়ে শরণার্থীদের উপকৃত করা।

১) শরণার্থীরা স্বচ্ছায় নিজ দেশে প্রত্যাবাসিত হতে পারেন যদি তাদের দেশে মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে বলে তারা মনে করেন এবং যদি তারা অনুভব করেন যে ফিরে যাওয়া তাদের জন্য নিরাপদ।

২) যদি স্বেচ্ছা প্রত্যাবাসন সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে আশ্রিত দেশে আত্ম নির্ভরশীল করার জন্য পুনর্বাসনের কর্মসূচী গ্রহণ করা এবং

৩) কোন তৃতীয় দেশে পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা যদি তাদের প্রথম আশ্রয় দানকারী দেশে অবস্থান করা সম্ভব না হয়।

নিজ দেশে শরণার্থীদের সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার সমূহ প্রায় সময়ই UN-HCRএর জরুরী ও দীর্ঘ মেয়াদি সাহায্য গ্রহণ করে থাকে। জাতি সংঘের ১৯৫১ সনের কনভেনশন ও ১৯৬৭ সনের প্রোটোকলে শরণার্থীদের মর্যাদা সংজ্ঞা বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। এই চুক্তি দুটিতে বিশ্বের ১০৬টি দেশ স্বাক্ষর প্রদান করেছে। UNHCR বিশ্বের সকল রাষ্ট্রকে এই দুইটি আইনগত দলিলে স্বাক্ষর প্রদানে উৎসাহ দেয়।

প্রতিনিধির শিবির সফর

৫ম পাতার পর

সুচিকিৎসার জন্য আগরতলায় নিয়ে যান। উল্লেখ্য যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তার উপর কথ্য নির্যাতন করলে তার পায়ের একটা হাড় ভেংগে যায়। সেই থেকে তার হাড় পচতে থাকে এবং মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছে যায়। জানা গেছে যে শ্রীমতি গোস্বামীর এই মানবিক ভূমিকায় তাকুমবাড়ী শিবির বাসীরা আবেগে অভিভূত হয়ে পড়েছে।

শরণার্থীদেরকে জোর করে ফেরত পাঠানো হবে না : আই জি (বি এস এফ)

জলিঘা, ৮ মার্চ : ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের বি এস এফ এর ইনস্পেক্টর জেনারেল পি ভি পোথাক শরণার্থীদেরকে জোর করে ফেরত পাঠানো হবে না-এ আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি গত ৭ই মার্চ শরণার্থী নেতৃবৃন্দকে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে জোর করে স্বদেশে ফেরত পাঠানো

৭ম পাতায়

এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত

চতুর্থ পাতার পর

জানালে ও সি তা প্রত্যাখান করেন। এভাবে বিবাদীগণ মি: রনজিৎ নারায়ণ ত্রিপুরার জমি জোর পূর্বক দখল করে নেয় এবং মি: ত্রিপুরা বার বার বিচারের আবেদন করলেও কোন বিচার পাননি। উল্লেখ্য যে বিবাদীরা জামতলীস্থ মানেকছড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জমিটিও সম্পূর্ণ বেদখল করে নেয়।

১৯৯০ সনের ২২ নভেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন ত্রিপুরা রাজ্যের তাকুমবাড়ী শিবিরে পৌঁছলে ত্রিপুরা ও তার স্ত্রী পৃথক পৃথক আবেদন পত্রে ঐ জমি জবরদখল সম্পর্কে অভিযোগ করেন। তাঁদের অভিযোগের সত্যতা প্রমানের জন্য জমির খতিয়ান, জমাবন্দী ইত্যাদি দলিলপত্র সহ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের নিকট সুবিচারের জন্য দেয়া দরখাস্তগুলিও কমিশনকে দেয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামের দীঘিনালা সফর কালে শ্রীত্রিপুরা ও তাঁর স্ত্রীর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে সরেজমিনে ঐ জমি জবরদখলের তদন্ত করেন এবং সত্যতার প্রমাণ পান। ঐ তদন্ত করার জন্য কমিশনটি দীঘিনালা উপজেলা কার্যালয়ের সেটেলমেন্ট অফিসে গিয়ে জমি বন্দোবস্তীর কাগজপত্র চাইলে প্রথমে কর্তৃপক্ষ ঐ অভিযোগ মিথ্যা বললেও পরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। বিগত ১৮ ফেব্রুয়ারী জেলা শহর উদয়পুরে ভারত-বাংলাদেশ ও শরণার্থীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে বেআইনী অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা জমি জবরদখলের উদাহরণ টানতে গিয়ে শ্রী ত্রিপুরা উল্লেখিত জমি জবরদখল এবং সুবিচার না পাবার কথা তুলে ধরেন। এর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পক্ষ কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে ব্যর্থ হন বলে জানা গেছে।

ফেরত পাঠানো হবে না

ষষ্ঠ পাতার পর

হবে না এবং শরণার্থীদের শিক্ষার সমস্যার সমাধান সহ তাদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে কুটির ও হস্ত শিল্পের উন্নয়নের পদক্ষেপ নেয়া হবে।" এদিন তিনি তাকুমবাড়ী, পঞ্চরাম ও করবুক শিবিরের ছয় জন শরণার্থী প্রতিনিধির সাথে জলিয়া ক্যাম্পে এক বৈঠকে মিলিত হন।

জলিয়া ক্যাম্পে যাবার পথে তিনি কিছুক্ষনের জন্য তাকুমবাড়ী শিবিরে অবস্থান করেন এবং শরণার্থীদের সাথে কথা বলেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি ও শিবিরে শরণার্থীদের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তিনি শরণার্থীদের হস্ত শিল্পজাত দ্রব্য বাঁশের চেয়ার, ঝুড়ি, পাখা চালুনি, চাটাই প্রভৃতি দ্রব্যের উৎপাদন ও বিক্রির বিষয়ে খোঁজ খবর নেন। এসব দ্রব্য সরকারী সংস্থার মাধ্যমে ক্রয় করে শরণার্থীদের আয় বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। শরণার্থী নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি অস্বাভাবিক জানালে তিনি সেখানে অন্যান্য জুম্মরা কি ভাবে রয়েছে তা জানতে চান। প্রশ্নের উত্তরে শরণার্থী নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ সরকারের প্রতিষ্ঠিত বড় গ্রাম, শান্তি গ্রাম ও গুচ্ছ গ্রামে জুম্মদের বন্দিদশা, চলাচল ও ক্রয় বিক্রয়ে বাধা-নিষেধ, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বাধা নিষেধ, জোর পূর্বক জুম্ম নারী বিবাহ, শান্তি বাহিনীর সাথে যোগাযোগের নামে অমানবিক অত্যাচার ও নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থানরত জুম্মদের এহেন দুঃখ দুর্দশা তার অন্তরে রেখাপাত করে। তিনি এ রকম অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে শরণার্থীদেরকে জোর করে দেশে ফেরত পাঠানো হবে না—এ আশ্বাস প্রদান করেন। এরপর তিনি শিবিরে বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ করেন। তিনি শরণার্থীদের শিক্ষার সমস্যা ও হস্তশিল্প জাত দ্রব্যের উৎপাদন ও সরকারী সংস্থার মাধ্যমে ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে শরণার্থীদের আয় বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

বৈঠকে ডি আই জি সহ আরও দু জন উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। আর শরণার্থী নেতৃবৃন্দরা হলেন শ্রী উপেশ কান্তি চাকমা, শ্রী অক্ষয় মনি চাকমা, শ্রী রামেন্দু বিলাস চাকমা, শ্রী শান্তি ময় চাকমা ও শ্রী যুগান্তর চাকমা।

সেনাবাহিনীর অত্যাচার, লুটপাট অব্যাহত

স্বৈরাচারী এরশাদ ও তার সরকারের পতনের পরও পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতির কোন উন্নতি হয়নি। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী এখনো পূর্বেকার মতো অত্যাচার, নির্যাতন, হয়রানী, লুটপাট ইত্যাদি আইন বিরোধী কাজ সমান ভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। নিরীহ জুম্ম জনগণের উপর বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে বাংলাদেশ আর্মির কতিপয় কম্যাণ্ডার যে হীন কাজ করেছে তার কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হচ্ছে।

১। মেজর গুলজার (২ নং বেংগল) লক্ষ্মী ছড়ি আর্মি ক্যাম্প, উপজেলা লক্ষ্মী ছড়ি। তিনি গত ২৭/১২/৯০ ইং হতে ১/১/৯১ ইং পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বর্মাছড়ি ইউনিয়নের আওতাধীন কয়েকটি গ্রামের মোট ১৩ জন জুম্ম গ্রামবাসীর উপর বিভিন্ন অজুহাতে অত্যাচার নির্যাতন করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন (১) শ্রী কুলেন্দু চাকমা (৪৫), পিতা ধর্ম চাকমা, গ্রাম-ফুত্তাছড়ি ইউনিয়ন বর্মাছড়ি। তার উপর মারধোর করা হয় এবং একটি বলদ গরুর বিনিময়ে ছেড়ে দেয়া হয়। (২) শ্রী আহ্গালাক্যা চাকমা (৩০), পিতা উগ্ চাকমা, গ্রাম- উটা ছড়ি, মৌজা-কেরেটকাপা, ইউনিয়ন-বর্মাছড়ি। তাকে ফুত্তাছড়ি নামক গ্রামে ধরে নিয়ে গিয়ে ভীষনভাবে মারধোর করা হয়।

২। ক্যাপ্টেন এনায়েত (২ নং বেংগল) বান্যা ছোলা আর্মি ক্যাম্প, উপজেলা লক্ষ্মী ছড়ি। তিনি তার আওতাধীন ৯২ নং লেলাং মৌজার বহু নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসীর উপর গত ২৭/১২/৯০ তারিখে অত্যাচার, নির্যাতন করেছেন। তাদের কাছ থেকে বহু ছাগল, মোরগ, তরি-তরকারীসহ বিভিন্ন জিনিষ পত্রাদি জোর পূর্বক ছিনিয়ে নেন। তার হাতে উল্লেখযোগ্য অত্যাচারিত ব্যক্তিরা হচ্ছেন —(১) শশী চন্দ্র চাকমা (৪২), পিতা মোহন চাকমা, গ্রাম দক্ষিণ শুকনাছড়ি, মৌজা ৯২ নং লেলাং মৌজা (২) শ্রী কমল চরণ চাকমা (৫৬), পিতা ঐ — গ্রাম ও মোজা — ঐ।

৩। ক্যাপ্টেন জর্দান (৩৫ বেংগল), খাগড়াছড়ি জোন, উপজেলা খাগড়াছড়ি গত ১১ ও ১২ জানুয়ারী ঐ উপজেলাধীন কমলছড়ি নামক গ্রামের ১০ জন গ্রামবাসীকে বিভিন্ন অছিলায় অত্যাচার ও নির্যাতন করেন। তন্মধ্যে শ্রী বীর বাহু চাকমা (২৮) পিতা — বলি চন্দ্র চাকমা এবং শ্রী হৃদয় রঞ্জন চাকমা (৩৩), পিতা পেদা চাকমা (বৃন্দাবন) গুরুতরভাবে আহত হন।

সংখ্যালঘু কমিশন সদস্য সকাশে স্মারকলিপি

নয়াদিল্লী, ২৮ ফেব্রুয়ারী: ভারত সরকারের সংখ্যালঘু কমিশন সদস্য শ্রীমৎ ধর্ম বীরিয় মহাথেরোর সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণার্থী নেতৃবৃন্দ ২৮ ফেব্রুয়ারী লোক নায়ক ভবনে সাক্ষাৎ করেন এবং এক স্মারকলিপি পেশ করেন। এই স্মারকলিপিতে শরণার্থী ছেলেমেয়ে-দের জন্য নির্মিত বিদ্যালয়গুলোর সংস্কার ও পরিচালনা, শিক্ষকদের বেতন এবং মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসার ব্যবস্থা ইত্যাদি সমস্যাবলী সমাধানে তাঁর সহৃদয় হস্তক্ষেপ কামনা ও সহযোগিতা চাওয়া হয়। শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আন্তরিক আলোচনায় তিনি এই সব সমস্যাবলীর যথাযথ সমাধানের তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে জানান। উল্লেখ্য যে, তিনি গত ৬ ফেব্রুয়ারী আগরতলা সফরে গেলে ত্রিপুরা সরকারের সঙ্গে উল্লেখিত সমস্যাবলী বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কথা বলেছেন বলে জানা যায়। শরণার্থী প্রতিনিধি দলে ছিলেন শ্রীউপেন্দ্র লাল চাকমা (প্রাক্তন এম. পি.), শ্রীরণজিত নারায়ণ ত্রিপুরা ও শ্রীমৎ জ্ঞান ধ্বজা ভিক্ষু।

জুম্ম নারী বিবাহ

৩য় পাতার পর

দের ইন্ধন যোগাচ্ছে। বিবাহিতা মারমা তরুণীরা হচ্ছে- (১) চিং চাবাই মগ পীং অং থোয়াই মগ, গ্রাম-পেরাছড়া, বড় পানছড়ি (বর্তমানে ফাতেমা নগর নামে পরিচিত)। একই গ্রামবাসী মোঃ মুমৃদ্দা গত ১১ই মার্চ তাকে জোর পূর্বক বিয়ে করেছে।

২) নিবারি মগ পীং মংপ্রু অং মগ, গ্রাম- ঐ। উল্টাছড়ির বাসিন্দা মোঃ আমির হোসেন (মোঃ জয়নাল মেম্বারের ভাই) তাকে জোর পূর্বক বিয়ে করেছে। বিয়ের সঠিক তারিখটি পাওয়া যায়নি।

৩) আপ্রুয়াঅং মগ পীং থৈঅং মগ, ঠিকানা- ঐ। জনৈক অনুপ্রবেশকারী একই ভাবে তাকে বিয়ে করেছে এ অনুপ্রবেশকারীটির নাম পাওয়া যায়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর সেমিনার

২য় পাতার পর

আনেন ১। সেনাবাহিনী কর্তৃক জুম্ম গ্রামে মর্টারের গোলা বর্ষণ, ২। করবুক শিবিরে শ্রীমতি শোভা চাকমার সঙ্গে সাক্ষাৎকার। সরকার কর্তৃক ভাড়া করা FAR EASTERN ECONOMIC REVIEW পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মিঃ ডেরেক ডেভিসের শ্রীমতি শোভা সম্পর্কে পরিবেশিত তথ্য যে মিথ্যা তা প্রমাণ করা ছিল উদ্দেশ্য. ৩। পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দেয়ার কারণে যে একজন জুম্ম মহিলাকে মারধর করা হয় তার সম্পর্কে। সেই মহিলাটি পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনকে উল্লেখিত অভিযোগ করলে কমিশন স্থানীয় ব্রিগেডিয়ার এর কাছে প্রতিবাদ জানায়। পরে সেই ব্রিগেডিয়ার ঘটনাটি সত্য বলে স্বীকার করেন, ৪। পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দেয়ার জন্য আগত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০ (কুড়ি) জন ছাত্রকে শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে আর্মি কর্তৃক খাগড়াছড়ি শহরের উপকণ্ঠে রাস্তা অবরোধ করে গাড়ী থেকে গ্রেফতার। উল্লেখ্য যে, কমিশন বিষয়টি হস্তক্ষেপ করলে স্থানীয় ২০৩ ব্রিগেডের কমান্ডার ছাত্রদের মুক্তি দেন। ৫। বেআইনী বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের নিজ নিজ জেলায় ফিরে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ যদি তাদেরকে সেখানে ভূমি দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ৬। প্রায় বাংলাদেশী মুসলমান সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের জুম্ম সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে ঘৃনার চোখে দেখা এবং ৭। জুম্মদের সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে বাধ্যকরণ।

ডক্টর গ্রে ও ডক্টর দেওয়ান এই মিনারে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম মানবাধিকার-এর সমস্যাটি উপস্থাপন করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ব্রিটিশ সরকার ও ব্রিটিশ রাজনীতিবিদদের চোখ ও কান হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। তাই সেমিনারটি ব্রিটিশ সরকার, রাজনীতিবিদ ও মানবতাবাদীদের যথেষ্ট প্রভাবিত করতে সক্ষম হবে বলে ধারনা করা হচ্ছে।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে গত বৎসর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রিফ্যুজি ষ্টাডিস প্রোগ্রাম' কর্তৃক আয়োজিত কুইন এলিজাবেথ ভবনে অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারে বাংলাদেশ সরকারের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বক্তব্য রাখেন। আনুষ্ঠানিক ভাষণ সমাপনান্তে আলোচনা সভায় উপস্থিত সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ ও ছাত্র কর্তৃক তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারী অত্যাচার ও নির্যাতন বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হন। জানা গেছে যে তিনি তার ক্ষমতা হারাবার ভয়ে প্রথমে মুখ খুলতে চাননি। কিন্তু শেষে বেশী চাপাচাপিতে তার নাম প্রকাশ করা হবে না এই জেন্টেলম্যান এগ্রিমেন্টে নিম্নোক্ত মন্তব্যগুলো করেন —

১। পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকার অত্যন্ত ব্যয়বহুল যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের মত গরীব দেশের এই ব্যয়বহুল যুদ্ধ বিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ২। সেনাবাহিনীর প্রস্তাবে সরকার বাংলাদেশী মুসলমান পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে, ৩। বাংলাদেশ সরকারের উপর যতদিন সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব থাকবে ততদিন পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান হওয়া কঠিন যেহেতু রাজনীতিবিদরা জয় পরাজয় স্বীকার করলেও সেনাবাহিনী কোনদিন পরাজয় স্বীকার করতে চায় না এবং ৪। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান হওয়া দরকার।

জুম্মদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করণ

পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদেরকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ ব্যাপারে সেখানে সরকারী ও বেসরকারী ভাবে জোর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে এক হিন্দু ধর্মাবলম্বী জুম্মকে মুসলমান বানানো হয়েছে।

বিশ্বস্ত সূত্রে জা গেছে যে খাগড়াছড়ি জেলাধীন পানছড়ি উপজেলাস্থ মুনিন্দ্র পাড়ার (পুজ গা:) নিবাসী শ্রীঅমর সিং ত্রিপুরাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে তার নাম মো: আবুল হাসান রাখা হয়েছে। উক্ত মুনিন্দ্র ত্রিপুরাকে প্রথমে পানছড়ি হাসপাতালে ঝাড়ুদার হিসেবে নিয়োগ করা হয়। এরপর তাকে বিভিন্ন মামলায় জড়িত করে পর পর দুবার জেলে পাঠানো হয়। এসময় তাকে মুসলমান হওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়। এবং মুসলমান হওয়ার শর্ত সাপেক্ষে তাকে দ্বিতীয়বারে জেল থেকে মুক্তি দেয়া হয়। জেল থেকে মুক্তির পর পানছড়ি মসজিদের ইমাম সাহেবের পৌরহিত্যে তাকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়। বর্তমানে সে ঐ ইমাম সাহেবের সাথে একই মসজিদে অবস্থান করছে।

অমানবিক কার্যকলাপ

২য় পাতার পর

পাট করে তার তথাকথিত অসম সাহস প্রদর্শন করে। উল্লেখযোগ্য ক্ষতি গ্রস্থ ব্যক্তিরা হচ্ছেন ১) শ্রী প্রাণ মোহন চাকমা (৭৭), পিতা – চন্দ্র কুমার চাকমা (২) শ্রী বীর জয় চাকমা (২৪), পিতা — হরিশ চন্দ্র চাকমা (৩) শ্রীমতি নয়ন শশী চাকমা (৪০), স্বামী-মৃত নিবুল্যা চাকমা।

কাজ এগিয়ে চলেছে

১ম পাতার পর

করা হবে। আগামী মে মাসে লণ্ডনে কমিশন প্রেস কনফারেনস করবে বলে জানা গেছে। এই প্রেস কনফারেনস এর পর জার্মানীর বন ও বেলজিয়ামের ব্রাসেলস্ শহরেও করার সম্ভাবনা রয়েছে। জুন মাসের ৭—১০ তারিখ পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের উপর কমিশনের পক্ষে ডক্টর মেই এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করছেন বলে জানা গেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের বেশ কিছু সদস্য নিজ নিজ দেশে তাদের পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার শরণার্থী শিবির পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য এবং প্রমাণাদির ভিত্তিতে জুম্ম জাতির পক্ষে প্রচারাভিযান শুরু করে দিয়েছেন। ডক্টর টেরেসা এপারিসিও ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেন সরকার এবং বিভিন্ন মানবতাবাদী সংস্থার সঙ্গে তাদের তদন্তে প্রাপ্ত বিষয়াবলীর ভিত্তিতে যোগাযোগ শুরু করে দিয়েছেন। ডক্টর এণ্ড্রু গ্রে ও ডক্টর আর এস দেওয়ান গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রিফ্যুজি ষ্টাডিস প্রোগ্রাম কর্তৃক আয়োজিত 'পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার" শীর্ষক সেমিনারে জোরালো বক্তব্য তুলে ধরেন। ডঃ এণ্ড্রু গ্রে বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত সৃষ্টির জন্য যুক্তরাজ্যের বেশ কিছু স্থানে বক্তৃতা দেবেন বলে জানা গেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের কো-চেয়ার ম্যান মিঃ উইলফ্রেড টেলকাপ্পার এবং কমিশনের রিসোর্স পারসন ডক্টর ভোলগেং মেই জার্মানীতে প্রচারাভিযান শুরু করে দিয়েছেন। প্রচারাভিযানের উল্লেখযোগ্য অংশ হিসেবে গত ৫ই মার্চ জার্মানীর হামবুর্গ শহরে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর এক আকর্ষণীয় প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেয়ার সময় বাংলাদেশ সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লংঘন বিষয়ে অত্যধিক গুরুত্ব সহকারে বক্তব্য রাখেন এবং বলেন যে বাংলাদেশে পাশ্চাত্য সাহায্যের অর্থ হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের হত্যা করা। মিঃ টেলকাপ্পার ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট। ডক্টর মেই এই পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতির উপর মূল্যবান বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন যে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতি বাংলাদেশ সরকারের মারাত্মক ধরনের হাতিয়ার জাতীয়তাবাদ, বর্ণবাদ, তথাকথিত উন্নয়ন এবং বাঙ্গালী জনসংখ্যা বিস্ফোরণ দিয়ে নিগৃহিত ও অত্যাচারিত হচ্ছে। সেই জন্য জুম্ম জাতির স্বায়ত্বশাসন অবশ্যই দরকার। স্বায়ত্বশাসন ছাড়া জুম্ম জাতি বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে একত্রে শান্তিতে বাস করতে পারবে না। সংশ্লিষ্ট মহলের দৃঢ় বিশ্বাস পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারী সন্ত্রাসের হীনমুখোশ উন্মোচন করে দেবে এবং জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক জনমত বাংলাদেশ সরকারকে বাধ্য করবে জুম্ম জাতির জনপ্রিয় ৫ দফা দাবী বাস্তবায়ন করতে।

ভি ডি পি ক্যাম্প দখল

১ম পাতার পর

জানা গেছে, শান্তি বাহিনীর আরো সম্ভাব্য আক্রমণের আশংকায় সরকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করেছে। এই আক্রমণে শান্তি বাহিনীর একজন আহত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ১৯৮২ সন থেকে সরকার সমতল জেলাগুলো হতে ব্যাপকভাবে ভূমিহীন ছড়া ইউনিয়নে বাংলাদেশী মুসলমান বসতি দিতে থাকে, ফলে এই এলাকায় স্থানীয় জুম্ম অধিবাসীরা জায়গা জমি সব হারায়। ১৯৮৪ সনে মে মাসের শেষ সপ্তাহে একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের নেতৃত্বে সরকার জুম্মদের জায়গা জমি দখল করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ৩১ মে ১৯৮৪ সন শান্তি বাহিনী অনুপ্রবেশকারীদের উপর এক হামলা চালায়। এই হামলায় বাংলাদেশ সরকার ৭৮ জন নিহত এবং ৮২ জন আহত হয়েছে বলে স্বীকার করে এবং শান্তি বাহিনীর একক হামলায় সর্বোচ্চ হতাহতের সংখ্যা দাবী করলেও প্রকৃত পক্ষে এই হামলায় ৩০০ এর কাছাকাছি হতাহত হয়। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট এরশাদ এবং সৌদী আরবের রাষ্ট্রদূত এই ঘটনার ফলাফল দেখতে যান ১৬ তারিখের এই ঘটনা ছাড়াও গত ১৪ মার্চ জুরাছড়ি উপজেলায় আমছড়া এলাকার চেংগেয়া ছড়ি নামক স্থানে বাংলাদেশ আর্মির এক বোটের উপর হামলা করা হয়। এই হামলায় বাংলাদেশ আর্মির ২ জন নিহত ও ৫ জন আহত হয়েছে বলে জানা যায়।

সম্পাদনা, প্রকাশনা ও প্রচারনায় : তথ্য ও প্রচার বিভাগ, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতি।